মুসাফির বাংলা ইস্কুল

HSC.UniAd.BCS.JOB

শব্দ সম্ভার

মুসাফির রাহাদ
বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
শহীদ লেঃ আনোয়ার কলেজ,
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
মুন্সি আব্দুর রউফ কলেজ,
পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Guardian BCS, S@ifurs BCS ,
Amicus Law Academy ,
Icon Plus Admission
ex- Oracle BCS, UCC ,
Uniaid Admission

01687 600 698

YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

MUSAFIR RAHAD

বাংলা শব্দ গঠন প্রক্রিয়া

- শব্দ গঠনের মুখ্য প্রক্রিয়া ৪ টি
  - ১। সন্ধি
    (বিদ্যা +আলয়)
  - ২। সমাস
    (পকেট মারে যে – পকেটমার)
  - ৩। উপসর্গ
    (আ + হার = আহার)
  - ৪। প্রত্যয়
    (খবর +দার = খবরদার)

বাংলা শব্দ সম্ভার

গঠন	অর্থ	উৎপত্তি
A. মৌলিক	যৌগিক	তৎসম
B. সাধিত	রূঢ়/রূঢ়ি	অর্ধ তৎসম
	যোগরূঢ়	তদ্ভব
		দেশি
		বিদেশি

গঠন অনুসারে

- ✓ যে শব্দকে বিশ্লেষণ/ভাঙ্গা যায় না তাকে *মৌলিক শব্দ* বলে ।
  মাথা, হাত, ঢাকা, হার।
- ✓ যে শব্দকে বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক মৌলিক শব্দ পাওয়া যায় তাকে *সাধিত* শব্দ বলে ।
- ✓ মাথাল = মাথা + আল
- ✓ হাতি = হাত + ঈন
- ✓ ঢাকাই = ঢাকা + আই
- ✓ প্রহার = প্র + হার

অর্থ অনুসারে

প্রত্যেক সাধিত শব্দের দুটি অর্থ পাওয়া যায় ।

- ✓ উৎপত্তির সময় যে অর্থ থাকে তাকে *ব্যুৎপত্তিগত* অর্থ বলে।
- ✓ সাধারণভাবে আমরা যে অর্থ বুঝি তা *ব্যবহারিক* অর্থ বলে।

কর্তব্য = *কৃ + তব্য* = *যা করা উচিত* ।

বলদ = *বল দেয় যে* = *প্রাণি*

অর্থ অনুসারে

১। যে সকল শব্দের ব্যবহারিক অর্থ ও ব্যুৎপত্তিগত *অর্থ এক* ,তাকে *যৌগিক* শব্দ বলে ।

যেমন – গায়কের কর্তব্য মধুর কণ্ঠে গান করা এবং দৌহিত্রের সাথে মিতালি করে বাবুয়ানা দেখিয়ে চিকামারা ।

২। যে সকল শব্দের ব্যবহারিক অর্থ ও ব্যুতপত্তিগত *অর্থ আলাদা* ,তাকে *রূঢ়/ রূঢ়ি* শব্দ বলে ।

যেমন – *রাখাল পলাশ পাঞ্জাবি* পড়ে *বাঁশি* বাজিয়ে *হস্তিতে/হাতিতে* চড়ে *সন্দেশ* নিয়ে *শ্বশুর* বাড়ি গিয়ে দেখে *প্রবীণ শ্বশুর গবেষণা* করছে, কুশল বিনিময় শেষে *তৈল* দিয়ে ভাজা *হরিণের* মাংস খায় ।

অর্থ অনুসারে

৩। যে সকল শব্দের ব্যবহারিক অর্থ ও ব্যুতপত্তিগত *অর্থ আলাদা এবং সমাস* সাধিত হয় ,তাকে *যোগরূঢ়* শব্দ বলে ।

যেমন – *রাজপুত সুহৃদ অসুখ হলে কবিগুরু পঙ্কজ উদ্ভিদ খেতে দেয়, সুস্থ হয়ে জলদ ও বলদকে নিয়ে জলধিতে মহাযাত্রায় যায় ।*

MUSAFIR RAHAD SIR

উৎপত্তি অনুসারে

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

১। তৎসম – সংস্কৃতের সমান। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সরাসরি বাংলায় ব্যবহার করা হয় তাকে তৎসম সব্দ বলে ।

- ণ ষ ক্ষ হ্ম জ্ঞ ঙ্ঘ ং যুক্ত শব্দ ।
- ফলা, রেফ, ৎ ,ঋ , ৃ যুক্ত শব্দ ।
- বাংলা মাস ,দিন,দিকের নাম ।
- তৎসম সন্ধি, উপসর্গ, প্রত্যয় ।
- ভূ মণ্ডল ও মহাকাশ জাতীয় শব্দ ।
- গুরুগম্ভীর ও দুর্বোধ্য শব্দ ।

MUSAFIR RAHAD SIR

উৎপত্তি অনুসারে

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

১। অর্ধ তৎসম – যে সকল সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্তন করে বাংলায় ব্যবহার করা হয় তাকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে ।

নিমন্ত্রণ – নেমন্তন

গ্রাম – গেরাম

জন্ম – জনম

শ্রাদ্ধ – ছেরাদ্দ

জ্যোৎস্না – জোসনা

MUSAFIR RAHAD SIR

উৎপত্তি অনুসারে

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

৩। তদ্ভব – যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় ব্যবহার করা হয় তাকে তদ্ভব শব্দ বলে ।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
কর্ণ	কন্ন	কান
চর্মকার	চম্ময়ার	চামার
কর্মকার	কম্ময়ার	কামার
হস্ত	হত্থ	হাত

MUSAFIR RAHAD SIR

উৎপত্তি অনুসারে

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

৪।দেশি – আদিবাসীদের ভাষা থেকে আগত শব্দ

কুড়ি খুকি খোপা ঝিঙে কুলা ছাই কয়লা ।
ছোকরা ডিঙ্গি ডোবা চিংড়ি টেংড়া মাগুর কাতলার পোনা গঞ্জ চাল ডাল ধুন্দল বাতাসা ।
ঢেঁকি উনুন চুলা ধামা পাতিল থানকুনি ঝোল ।
ধুতি টোপর ঢোল ঢিল ডাগর পেট ।

MUSAFIR RAHAD SIR

উৎপত্তি অনুসারে

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

৫।বিদেশি – বিদেশি ভাষার যে সকল শব্দ আমরা সরাসরি ব্যবহার করি ।

- ✓ আরবি ,ফারসি ,তুরকি,পর্তুগিজ ,ফরাসি , ওলন্দাজ ,হিন্দি , গুজরাটি ।
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ

মিশ্রশব্দ

MUSAFIR RAHAD SIR

বিদেশি ...

আরবি

ফকির মিসকিনদের এলাকার এক আহাম্মক মেহমানখানা থেকে কিছু কাবাব গায়েব করলে আম জনতা তাকে খাতির করে মহকুমার আদালতে দিল। কিন্তু উকিল কামাল ও জামাল মক্কেলের কাজকে হালাল করার জন্য নকল হারাম কিচ্ছা বানায়, এতে মোক্তার মুন্সিদের চেষ্টায় হাকিম সাহেব মামলা খারিজ করে দেন। এতে আম-জনতার মেজাজ খারাপ হয়, তারা আসল আদালতে শাস্তি দাবি করলে তুলকালাম কান্ড ঘটে। রায় ফরমানের দিন অনেক ইনসান শরিক হয় এবং হাকিম কুর্সিতে বসে কানুন কিতাবে দোয়াত কলম দিয়ে লেখে জানালেন যে, আগের রায় রদ এবং নগদ কিংবা বাকীতে জরিমানা দিতে হবে। আরো বলেন, ইসলাম ও হাদীসের রীতিতে, কিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মাফ পেতে তজবি গুনে গুনে তওবা পড়তে হবে।

বিদেশি ...

ফারসি (ইরান)

দৌলতের দফতরের চশমা কারখানার দোকানের বালিশ, তোশক, বীমার কাগজ, মেথর চুরি করে। বাদশাহ্‌র দরবারে সেই তারিখেই দৌলত নালিশ ফরিয়াদ করলে বেগম সাহেবা জবানবন্দি ও দস্তখত রেখে রসদ সুদসহ ফিরিয়ে দিলেন। মজুর সর্দার আন্দাজে বলেন, বদমাশ মেথর জিন্দা জানোয়ারের নমুনা আমদানি রফতানি করে বেশ হাঙ্গামা লাগিয়েছে, এমনকি বাজারে খরিদে গিয়ে পাইকারি ও খুচরা হারে বিরিয়ানী, ময়দা, মোম, পোলাও, মুরগী, সবজী, রেশম, জামদানি হামেশাই বস্তায় করে রোজই হাজারে হাজারে চুরি ও চাঁদা নেয়। বাদশাহ্‌ বলেন, “খোদার বান্দা/আদমিরা দোয়খের গুনাহ না করে নামাজ ও রোজার মাধ্যমে বেহেশতের ফেরেশতা ও পয়গম্বরের দেখা পেতে পারে।” বাদশাহ্‌ মেথরের মজুরি ও চাকরি বরখাস্ত করলেন এবং গোয়েন্দা, সিপাহী ও দারোয়ানকে কোন রকম সুপারিশ ও তোষামোদ ছাড়া সরাসরি মেথরকে আয়নাযুক্ত লাল সবুজ জিঞ্জিরে বন্দি করার আদেশ দেন।

বিদেশি ...

পর্তুগিজ

পর্তুগিজ পাদ্রীর কেরানি গুদামের চাবি হারিয়ে বারান্দার জানালার ক্রুশ ভেঙে ঘরে ঢুকে আলপিন দিয়ে আলমারির ইস্পাত ও পেরেক খুলেন। বালতি দিয়ে পেঁপে, পেয়ারা, পাউরুটি, আনারস, আতা, আচার নিয়ে বের হবার সময় মিস্ত্রি থেকে আনা পিস্তল-বোমা মার্কা আলকাতরা বোতাম ও ফিতায় লেগে যায়। তোয়ালে ও সাবান দিয়ে গামলার নোনা পানিতে গোসল করে নিলামে কেনা কামিজ ও টুপি পড়ে কামরায় বেহালা বাজায়। পরে গির্জায় তামাক ও কফি খেতে খেতে যীশু ও মেরীর কথা ভাবে।

বিদেশি ...

তুর্কি

তুর্কি মোগল সুলতানে দারোগার বিবি/খাতুন আলখেল্লা/উর্দি/কোর্তা পরিহিত চাকর উজবুক খানঠাকুরকে কাবু কুলি ও তার বোচকা বাবাকে লাশ করার আদেশ দেন। খানঠাকুর কুর্নিশ জানিয়ে বাবুর্চির কোর্মা খেয়ে কুলির সম্পত্তি তালাশ ও ক্রোক করে মুচলেকা নেয় এবং ঝকমক চকমক চাকু/কাঁচির তোপে নানা-নানী, দাদা সহ কুলিকে লাশ করে ফেলে।

হিন্দি

চাচা কাহিনীতে টপ্পার ঠিকানায় ঝামেলা পেয়ে, চামেলি গদিতে বসে চাটনি খেতে খেতে খেলনা চালু করে। ফালতু খেলনাটি চৌবাচ্চার পানিতে পড়ে গেল।

গ্রিক

ইউনানী সোমায়ের কেন্দ্রে (মধ্যে) সুড়ং থাকায় দাম কম।

ফরাসি (ফ্রান্স)

ফরাসি রেনেসাঁসের সময় ক্যাফে ও রেস্তোরাঁ গুলোর ম্যানুতে পিৎজা ও বিস্কুট বেশি থাকত এবং জাহাজের ডিপু ও কার্তুজে বুর্জোয়ার আঁতাত চলত।

মিশ্রশব্দ

হেড-পণ্ডিত = ইংরেজি + তৎসম	শাকসবজি = তৎসম + ফারসি
হেড-মৌলভী = ইংরেজ + ফারসি	হাট-বাজার = বাংলা + ফারসি
খ্রিস্টাব্দ = ইংরেজি + তৎসম	রাজা-বাদশা = তৎসম + ফারসি
পকেটমার = ইংরেজি + বাংলা	চৌ-হদ্দি = ফারসি + আরবি
বোমাবাজ = পর্তুগিজ + ফারসি	ডাক্তার-খানা = ইংরেজি +
আইনজীবী = ফারসি + তৎসম	ফারসি

অন্যান্য

- গুজরাটি: খদ্দর, হরতাল।
- চীনা: চা, চিনি, লিচু, সাম্পান।
- মায়ানমার (বর্মি): লুঙ্গি, লুঙ্গি।
- স্পেনিশ: তামাক।
- মেক্সিকান: চকলেট।
- মালয়: সাগু, গুদাম।

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (GUARDIAN BCS, S@ifurs BCS, IconPlus, Ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,S@ifurs) 01687600698

শব্দ সম্ভার

অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ বলে। শব্দ ভাষার প্রাণ। কতগুলো ধ্বনি /বর্ণ একত্রে মিলিত হয়ে যদি কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে শব্দ বলে।

শব্দকে ৩ টি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। যথা-

শব্দ

উৎপত্তি অনুসারে ৫ প্রকার	গঠন অনুসারে ২ প্রকার	অর্থ অনুসারে ৩ প্রকার
১. তৎসম শব্দ ২. অর্ধতৎসম শব্দ ৩. তদ্ভব শব্দ ৪. দেশি শব্দ ৫. বিদেশি শব্দ	১. মৌলিক শব্দ ২. সাধিত শব্দ	১. যৌগিক শব্দ ২. রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ ৩. যোগরূঢ় শব্দ

উৎসমূলক শ্রেণি বিভাগ

তৎসম শব্দ: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পত্র, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, প্রতিষ্ঠান, কৃষক, কোষ, ভাষা, ভাষণ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ: জোছনা, গিন্নি, কুচ্ছিত, ছেরাদ্দ, ছিরি।

তদ্ভব শব্দ: হাত, চামার, বিয়ে, চোখ, মাথা, বাড়ি, গাড়ি।

দেশী শব্দ: কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি।

মিশ্র শব্দ: রাজা-বাদশা, হাট-বাজার, হেড-মৌলভি, হেড-পণ্ডিত, খ্রিস্টাব্দ, ডাক্তারখানা, পকেট-মার, চৌ-হদ্দি, চাবিকাঠি।

বিদেশি শব্দ:

১. আরবি শব্দ:

অন্দর, আকবর, আখের, আজব, আতর, আদত, আদর, আদালত, আবির, আমল, আমলা, আমানত, আমিন, আমির, ওমরা, আয়েশ, আরশ, আলাদা, আসবাব, আসল, আসামি, আহাম্মক, ইজারা, ইজ্জত, ঈদ, ইনকিলাব, ইনাম, ইন্তিকাল, ইমারত, ইশতিহার, ইশারা, ইসলাম, ইস্তফা, ইহুদি, উকিল, উজির, উসুল, এজলাস, এজাহার, এলাকা, ওকালত, ওজন, ওয়াসিল, ওয়ারিশ, কদম, কদর, কবর, কেবলা, কবুল, কয়েদ, করার, কলপ, কলাই, কসাই, কসুর, কাফন, কাফরি, কাফের, কামিজ, কায়দা, কায়েম, কালিয়া, কেচ্ছা, কেতাব, কেরামতি, কেলস্নাফতে, কৈফিয়ৎ, ক্রোক, খতিয়ান, খবর, খমড়া, খাজনা, খাতির, খাদিম, খারাপ, খারিজ, খেতাব, খেয়াল, খেলাপ, খেসারত, খোলা, গজল, গরিব, গলদ, গায়েব, ছবি, ছাদ, জনাব, জমজমাট, জমা, জমায়েত, জরিপ, জরিমানা, জলদি, জলসা, জাফরান, জালিয়াত, জাহাজ, জিনিস, জিরাফ, জুলুম, জৌলুস, তদ্‌বির, তালিকা, দখল, দফা, দলিল, দাখিল, দায়রা, দালাল, দুনিয়া, দেনা, দোয়াত, দৌলত, নকল নকসা, নগদ, নজর, নবাব, নসিব, নাজির, নায়েব, নিকাশ, ফতোয়া, ফর্দ, ফসল, ফৌজ, বই, বকেয়া, বন্দুক, বাতিল, বিলাত, বেসাতি, বোরকা, মকুব, মক্কেল, মজবুত, মজলিশ, মজুত, মঞ্জিল, মঞ্জুর, মন, মনিব, মফস্বল, ময়দান, মলম, মশলা, মসজিদ, মসনদ, মস্করা, মহকুমা, মহড়া, মহব্বত, মহলস্না, মামলা, মালিক, মাশুল, মিনতি, মিনার, মুসাফির, মুন্সেফ, মুরব্বি, মুলতবি, মুশুক, মুশকিল, মুসাফির, মুহুরি, মেকি, মেজাজ, মেরামত, মেহনত, মোকদ্দমা, মোক্তার, মোতাবেক, মোতায়েন, মোরব্বা, মোলায়েম, মোলস্না, মোসাহেব, মৌলভী, মৌসুমি, রকম, রদ, রশি, রায়, রিপু, লাখেরাজ, লেপ, লেবু, লোকসান, শখ, শয়তান, শরবত, শরব, শরিক, শর্ত, শলা, শহিদ, শুরম্ন, সই, সওয়াল, সড়কি, সদর, সন, সনদ, সপ, সফর, সবুর, সলিতা, সাবেক, সিন্দুক, সুলতান, হক, হজম, হদ্দ, হয়রান, হাওয়া, হাওলাত, হাকিম, হাজত, হামলা, হারাম, হালুয়া, হিসাব, হুকুম, হুলিয়া।

২. ফারসি শব্দ:

আওয়াজ, আঙ্গুর, আচার, আদমশুমারি, আন্দাজ, আফগান, আমেজ, আয়না, আরাম, আলু, আসমান, আস্তানা, একতারা, এলাচি, ওস্তাদ, কাগজ, কাবুলি, কামান, কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারিগর, খরগোশ, খরিদ, খানদানি, খানসামা, খানাবাড়ি, খাম, খুচরা, খোদা, গম্বুজ, গরম, গালিচা, বালিশ, গোমস্তা, গোয়েন্দা, গোলাপ, চর্বি, চশমখোর, চশমা, চাকর, চাকরি, চালক, চাঁদা, জঙ্গল, জবানবন্দি, জমি, জর্দা, জাজিম, জাদু, জাম, জামদানি, জামা, জায়গা, জিন্দাবাদ, ঝাড়, তক্তপোশ, তরমুজ, তাজা, তীর, তেজ, তোশক, তোষামোদ, দঙ্গল, দপ্তর, দরকার, দরবেশ, দরাজ, দরিয়া, দর্জি, দাঙ্গা, দালান, দূরবীন, দোকান, দোতারা, নওরোজ, নওজোয়ান, নামাজ, নমুনা, নরম, নাম, নালিশ, নাশতা, নিম, নিমক, নোঙর, পছন্দ, পরওয়ানা, পরগনা, পরচা, পরি, পর্দা, পলক, পশম, পাইকারি, পাজামা, পাঞ্জাব, পাড়া, পাপোশ, পালোয়ান, পুল, পেয়াদা, পেশকার, পেশা, পোদ্দারি, পোলাও, পোশাক, ফরমান, ফরিয়াদ, বখরা, বখশিশ, বনেদি, বন্দর, বন্দি/বন্দী, বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরবাদ, বরাদ্দ, বর্গি, বর্শা, বস্তা, বাগান, বাগিচা, বাজার, বাদশা, বাদাম, বান্দা, বাবরি, বারন্দদ, বালিশ, বাসিন্দা, বিবি, বিরিয়ানি, বিমা, বুনিয়াদি, বুলবুল, বেচারা, বেতার, বেহুশ, মগজ, মজা, মজুরি, ময়দা, মরিচ, মর্মর, মশক, মস্ত, মস্তান, মালিশ, মাহিনা, মোহর, রং, রংমহল, রংবাজ, রপ্তানি, রসদ, রসিদ, রাস্তা, রন্দজি, রন্দমাল, রেশম, রেহাই, রোজগার, লাগাম, লাল, শরম, শাখা, শাগরেদ, শাদি, শানাই, শাবাস, শায়েস্তা, শাল, শালগম, শিরোনাম, শিকার, শির, শুমারি, শৌখিন, সওদা, সওদাগর, সনাক্ত, সফেদ, সব্জি, সবুজ, সরকার, সরেজমিন, সরঞ্জাম, সরবরাহ, সরাসরি, সর্দার, সস্তা, সাজ, সদা, সাদাসিধে, সারেং, সাল, সিপাহি, সীসা, সুদ, সুপারিশ, সুরকি, সুর্মা, সেতার, সেরা, হাঙ্গামা, হাজার, হামেশা, হিন্দু, হুশ, হুঁশিয়ার।

৩. তুর্কি শব্দ:

উর্দি, উর্দু, কাঁচি, কঞ্চি, কাবু, কুরনিশ, কুলি, কোর্মা, কোঁতকা, খাঁ, খান, খোকা, চক্মক, চাকু, চিক, ঝক্মক্, ঠাকুর, তালাশ, তুর্ক, তুপ, দাদা, দারোগা, নানা, বাস, বাবুর্চি, বাহাদুর, মোগল, লাশ, সওগাত।

MUSAFIR RAHAD

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (GUARDIAN BCS, S@ifurs BCS, IconPlus, Ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,S@ifurs) 01687600698

৪. পর্তুগিজ শব্দ:

আতা, আচার, আয়া, আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, ইস্পাত,ইস্ত্রি, কাতান, কাবাব, কেদারা, কেরানি, কামরা, কামিজ, ক্রুশ, গামলা, গস্ত, গরাদ, গির্জা, চাবি, জানালা, তামাক, তোয়ালে, নিলাম, পাউরুটি, পাচার, পেয়ারা, পেরেক, পাদ্রী, পিস্তল, ফর্মা, ফিরিঙ্গি, ফিতা, ফালতো, বারান্দা, বালতি, বোতাম, বাসন, বোমা, বেহালা, বরগা, মার্কা, মস্করা, মিস্ত্রি, মাইরি, মাস্তুল, যিশু, সাগু, সাবান, সালসা, আনারস, কপি, পেঁপে, গুদাম।

৫. ফরাসি:

কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, রেস্তোরাঁ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, আঁতাত, গ্যারেজ, বুর্জোয়া, ম্যাটিনি।

৬. জাপানি:

ক্যারাটে, জুডো, রিক্সা, হাসনাহেনা, হারিকিরি।

৭. পাঞ্জাবি:

তারকা, চাহিদা, শিখ।

৮. মারাঠি:

বরগি।

৯. হিন্দি:

ছিনতাই, ইস্তক, ওয়ালা, কাহিনি, খাট্টা, খানা, চামেলি, চালু, চাহিদা, টহল, ডেরা, পানি, ফালতু, বার্ত, পুরি, মিঠাই, তরকারি, লাগাতার, কামাই, জল্দি, খিল, কমলা, ওজন, চেহারা, বাচ্চা, ঠা-া।

১০. ইংরেজি:

আগ্রাসন, ইউনিয়ন, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, লাইব্রেরি, ব্যাগ, স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, স্টিমার, ফুটবল, মাস্টার, ডাক্তার, নার্স, পেন্সিল।

১১. গুজরাটি: খদ্দর, হরতাল।

১২. চীনা: চা, চিনি, লিচু, সাম্পান।

১৩. মায়ানমার (বর্মি): ফুঙ্গি, লুঙ্গি।

১৪. স্পেনিশ: তামাক।

১৫. মেক্সিকান: চকলেট।

১৬. মালয়: সাগু, গুদাম।

মিশ্র শব্দ:

হেড-পণ্ডিত= ইংরেজি + তৎসম	শাকসবজি = তৎসম + ফারসি
হেড-মৌলভী = ইংরেজ + ফারসি	হাট-বাজার = বাংলা + ফারসি
খ্রিস্টাব্দ = ইংরেজি + তৎসম	রাজা-বাদশা = তৎসম + ফারসি
পকেটমার = ইংরেজি + বাংলা	চৌ-হদ্দি= ফারসি + আরবি
বোমাবাজ = পর্তুগিজ + ফারসি	ডাক্তার-খানা = ইংরেজি + ফারসি
আইনজীবী = ফারসি + তৎসম	

গঠনমূলক শ্রেণি বিভাগ

০১. মৌলিক শব্দ: যে সব শব্দ বিশেস্নষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন: গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

০২. সাধিত শব্দ: যে সব শব্দকে বিশেস্নষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে, কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ: চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুই., নীলাকাশ (নীল যে আকাঅ., ডুবুরি (ডুব+উরি), চলন্ত (চল্+অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন), গরমিল (গর+মিল) ইত্যাদি।

অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

০১. যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন-

গায়ক = গৈ + ণক/অক- অর্থ : গান করে যে।
কর্তব্য = কৃ + তব্য - অর্থ : যা করা উচিত।
বাবুয়ানা = বাবু + আনা- অর্থ : বাবুর মত ভাব।
মধুর = মধু + র - অর্থ : মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত।
দৌহিত্র = দুহিতা +ষ্ণ্য - অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।
চিকামারা = চিকা + মারা - অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

০২. রূঢ়ি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন- হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ - হস্ত বা হাত আছে যার ; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা = গো+এষণা, এখানে গো অর্থ - গরম্ন, আর এষণা অর্থ- খোঁজা। গভীরতম অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা। এ রকম

বাঁশি - বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

তৈল - শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন বাদাম-তেল।

প্রবীণ - শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বা বাঁশি বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

MUSAFIR RAHAD

সন্দেশ - শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।

০৩. যোগরূঢ় শব্দ : সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণ ভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন-

পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা । শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত - 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতি বিশেষ'।

মহাযাত্রা - মহা সমারোহে যাত্রা অর্থ যাত্রা পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ রূপে অর্থ 'মৃত্যু'।

জলধি - 'জল সাধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই বব্যহৃত হয়।

প্রশ্ন ও সমাধান

০১. নিচের কোন গুচ্ছ অর্ধ-তৎসম শব্দ?]
অ. ভক্তি, ধুলো ই. ঘাম, শপথ
ঈ. রোদ, জনম উ. নদী, লবণ

০২.কোনটি ভিন্নধর্মী?
অ. উদ্ভাস ই. প্রদ্যোত
ঈ. ময়ূখ উ. শর্বর

০৩. কোনটি সংকর শব্দ নয়?
অ. কালিকলম ই. ভোটদাতা
ঈ. ফুলদানি উ. উদয়াচল

০৪. নিচের কোনটি হিন্দি শব্দ?
অ. ফুফা ই. হিলে-
ঈ. বিবি উ. কানু

০৫. 'হিন্দি' শব্দটি মূলত কোন ভাষা থেকে গৃহীত?
অ. ফারসি ই. সংস্কৃত
ঈ. হিন্দি উ. প্রাকৃত

০৬. 'গবেষণা' অর্থানুযায়ী কোন শ্রেণির শব্দ?
অ. যৌগিক শব্দ ই. রূঢ়ি শব্দ
ঈ. যোগরূঢ় শব্দ উ. নবসৃষ্ট শব্দ

০৭. 'জলধি' কী ধরনের শব্দ?]
অ. যোগরূঢ় ই. রূঢ়ি
ঈ. যৌগিক উ. প্রতিশব্দ

০৮. কোনটি মৌলিক শব্দ?
অ. লোনা ই. ডিঙা
ঈ. ফুল উ. চাকা

০৯. 'তুফান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
অ. হিন্দি ই. ফারসি
ঈ. চীনা উ. সংস্কৃত উ. আরবি

১০. 'আস্তানা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
অ. আরবি ই. ফারসি
ঈ. ফরাসি উ. হিন্দি উ. সংস্কৃত

১১. 'চিড়িয়াখানা' শব্দটির উৎসভাষা-
অ. হিন্দি ই. ফারসি
ঈ. হিন্দি ও ফারসি উ. তুর্কি ও হিন্দি

১২. 'রম্নমাল' শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
অ. ফারসি ই. আরবি
ঈ. পর্তুগিজ উ. হিন্দি

১৩. তুর্কি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে কোন্ শব্দটি?
অ. পোলাও ই. বিরিয়ানি
ঈ. কোর্মা উ. জর্দা

১৪. 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
ঈ. গুজরাটি উ. মৈথিলি

১৫. নিচের কোনটি ফারসি শব্দ
অ. সিপাহি ই. গোলমাল
ঈ. গুলি উ. খবর

১৬. 'দাম' কোন শব্দ?
অ. গ্রিক ই. মালীয়
ঈ. স্পেনীয় উ. বর্মী

১৭. কোনটি মৌলিক শব্দ?
অ. গৌরব ই. শীতল
ঈ. নেয়ে উ. গোলাপ

১৮. কোনটি তদ্ভব শব্দ?
অ. মস্তক ই. হস্তী
ঈ. হাত উ. তুরগ

১৯. কোনটি দেশি শব্দ নয়?
অ. মই ই. ঢেঁকি
ঈ. চিড়া উ. ধুতি

২০. নিচের কোনটি দেশি শব্দ নয়?
অ. ঢিল ই. ঝিঙা
ঈ. মুড়কি উ. মাছি

২১. বাংলা ভাষায় শব্দগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
অ. ৩ ভাগে ই. ৪ ভাগে
ঈ. ৫ ভাগে উ. ৬ ভাগে

২২. 'উজবুক' যে ভাষার শব্দ-]
অ. ফারসি ই. তুর্কি
ঈ. পর্তুগিজ উ. আরবি

২৩. বাংলা ভাষায় 'সাস্ত্রী' শব্দটি এসেছে ---হতে ।
অ. ইংরেজি ই. ফারসি
ঈ. আরবি উ. হিন্দি উ. জার্মান

২৪. 'হেডপন্-িত' কোন শ্রেণির শব্দ?
অ. দেশি ই. মিশ্র
ঈ. বিদেশি উ. তৎসম

২৫. 'বিড়াল' মূলত কোন্ ভাষার শব্দ?
অ. পর্তুগিজ ই. মুন্ডা
ঈ. সাঁওতাল উ. মারমা

০১	ঈ	০২	উ	০৩	উ	০৪	অ	০৫	অ
০৬	ই	০৭	অ	০৮	ঈ	০৯	উ	১০	ই
১১	ঈ	১২	অ	১৩	ঈ	১৪	ঈ	১৫	অ
১৬	অ	১৭	উ	১৮	অ	১৯	অ	২০	উ
২১	অ	২২	ই	২৩	অ	২৪	ই	২৫	উ

MUSAFIR RAHAD

২৬. 'দৈনিক' কোন্ ধরনের শব্দ?
অ. প্রত্যয়ান্ত ই. উপসর্গযুক্ত
ঈ. সমাসবদ্ধ উ. মৌলিক
২৭. 'বুমেরাং' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
অ. অস্ট্রেলিয় ই. ইংরেজি
ঈ. জাপানি উ. পর্তুগীজ
২৮. 'বিলিতি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কোন ভাষা থেকে?
অ. আরবি ই. পর্তুগিজ
ঈ. ফরাসি উ. ফারসি
২৯. নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ কোন্‌টি?
অ. জেনানা ই. শিক্ষয়িত্রী
ঈ. অরক্ষণীয়া উ. হিমানীঊ. ক্ষত্রিয়া
৩০. বাংলা ভাষার পথম ব্যাকরণ রচিত হয় কোন ভাষায়?
অ. গ্রীক ই. রোমান
ঈ. পর্তুগিজ উ. সংস্কৃত ঊ. ইংরেজি
৩১. 'জিলাপি' কোন্ ভাষা হতে আগত শব্দ?
অ. তুর্কি ই. ফারসি
ঈ. ফরাসি উ. হিন্দি ঊ. জাপানি
৩২. কোন্‌টি তৎসম শব্দ নয়?
অ. বংশী ই. হস্ত
ঈ. চন্দ্র উ. চর্মকার ঊ. মস্তক
৩৩. ব্যাকরণ শব্দটি হলো-
অ. তদ্ভব ই. দেশি
ঈ. বিদেশি উ. সংস্কৃত ঊ. আরবী
৩৪. নিচের কোন গুচ্ছ তদ্ভব শব্দ?
অ. চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ই. আইন, আদালত, দারোগা, পুলিশ
ঈ. চোখ, নাক, কান, মাথা উ. লাল, নীল, সবুজ, খয়েরি
৩৫. যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?
অ. নদী ই. ঝরনা
ঈ. জলধি উ. পাথার
৩৬. ' বেচারা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
অ. ফারসি ই. ফরাসি
ঈ. আরবি উ. হিন্দি
৩৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত‘’ শব্দ বিদেশি শব্দ নয়।– শূন্যস্থানে কী বসবে?
অ. আরবি ই. ফারসি
ঈ. উর্দু উ. সংস্কৃত
৩৮. কোনটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ?
অ. জলধি ই. পাঞ্জাবি
ঈ. নিন্দুক উ. বাঁশি
৩৯. 'উকিল' কোন ভাষার শব্দ?
অ. ফারসি ই. বাংলা
ঈ. আরবি উ. তুর্কি
৪০. নিচের কোন শব্দটি ফরাসি ভাষা হতে আগত নয়?
অ. জানোয়ার ই. আফিস
ঈ. গুনাহ্ উ. রোযা
৪১. নিচের কোন শব্দ দুটি একই ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
অ. চালু, কুলিই. টহল, তারিখ
ঈ. বেগব, চালু উ. চালু, টহল
৪২. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ আরবি ভাষা থেকে আগত নয়?
অ. ফেরেশতা, বেহেশতই. নগদ, বাকি
ঈ. উকিল, রায় উ. কলম, কেচ্ছা
৪৩. 'তুফান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
অ. জাপানি ই. ফারসি
ঈ. হিন্দি উ. আরবিঊ. চীনা
৪৪. 'পাউরুটি' শব্দটি কোন ভাষা হতে এসেছে?
অ. ফরাসি ই. বাংলা
ঈ. পর্তুগিজ উ. আরবি
৪৫. 'রিক্সা' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
অ. জাপানি ই. উর্দু
ঈ. চীনা উ. তুর্কি ঊ. ওলন্দাজ
৪৬. 'গোলাপ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
অ. ইংরেজি ই. ফারসি
ঈ. ফরাসি উ. আরবি
৪৭. কোনটি মৌলিক শব্দের উদাহরণ?
অ. চাঁদ ই. বাঁশি
ঈ. উপহার উ. সন্দেশ ঊ. পঙ্কজ
৪৮. কোনটি ফরাসি থেকে আগত শব্দ?
অ. কাঁচি ই. বোঁচকা
ঈ. রেঁস্তোরা উ. জানালা
৪৯. 'চা-নাশতা' শব্দবন্ধটি কোন দু'টি বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণ?
অ. জাপানি-আরবি ই. জাপানি-ফারসি
ঈ. চৈনিক-আরবি উ. চৈনিক জাপানি ঊ. চৈনিক ফারসি
৫০. যৌগিক শব্দ–
অ. হস্তী ই. গায়ক
ঈ. তৈল উ. আলো
৫১. আরবি শব্দ নয় কোনটি?
অ. নামায ই. হারাম
ঈ. সালাত উ. কলম
৫২. বিদেশি শব্দ নয়:
অ. পেয়ারা ই. আলপিন
ঈ. দরজা উ. কচু
৫৩. 'চশমা' কোন ভাষার শব্দ?
অ. আরবি ই. ফারসি
ঈ. উর্দু উ. পর্তগীজ
৫৪. কোনটি যৌগিক শব্দ?
অ. সন্দেশ ই. রাজপুত
ঈ. পাঠক উ. হস্তী
৫৫. দেশি শব্দ কোনটি?
অ. কাগজ ই. ডাব
ঈ. চাঁদ উ. চশমা ঊ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা									
২৬	অ	২৭	উ	২৮	অ	২৯	ঈ	৩০	ঈ
৩১	উ	৩২	অ	৩৩	উ	৩৪	ঈ	৩৫	ঈ
৩৬	অ	৩৭	উ	৩৮	ঈ	৩৯	ঈ	৪০	উ
৪১	উ	৪২	অ	৪৩	উ	৪৪	ঈ	৪৫	অ
৪৬	ঈ	৪৭	অ	৪৮	ঈ	৪৯	অ	৫০	ই
৫১	অ	৫২	উ	৫৩	ই	৫৪	ঈ	৫৫	ই